জনগণের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকব: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সরকার জনগণের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি ও প্রতারণা করছে। ওয়াদা দিয়ে তা লঙ্ঘন করছে। জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। জনগণের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকব।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা নগরীর পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যজোটের ঢাকা–চট্টগ্রাম লংমার্চের পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই রাস্তায় রক্ত ঢেলেছিলেন আপনাদের সঙ্গীরা। তাদের সেই দাবি পূরণ হয়নি। সেই দাবি পূরণ করার জন্য আমরা রাস্তায় নেমেছি। ইনশাআল্লাহ, দাবি পূরণ করে ঘরে ফিরব।’

গণভোটের রায় ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের দাবি তুলে জামায়াতের আমির বলেন, ‘আমরা রাস্তায় নেমেছি গণভোটের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য। রাস্তায় নেমেছি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করার জন্য। আমরা রাস্তায় নেমেছি আপনাদের ঘরে গ্যাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। রাস্তায় নেমেছি আপনাদের ঘরে বিদ্যুৎ ও বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করার জন্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা কি ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পান, গ্যাস পান? চাঁদাবাজি হয় কি না?’ দেশ মাদকে ছেয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

পথসভায় জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা ও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরও বক্তব্য দেন। তিনি লংমার্চের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়ন এবং গণভোটের গণরায় কার্যকর করার আহ্বান জানান।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ

নাহিদ ইসলাম বলেন, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের এসব মৌলিক দাবি পূরণ না হলে সরকার গদিতে থাকতে পারবে না। তিনি গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নেরও দাবি জানান।

লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেন, দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের দেওয়া রায় কার্যকর করতে হবে। এই রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত না হলে সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন এবং দেশকে সঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিতে সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। লংমার্চের মধ্য দিয়ে চলমান আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যজোটের ছয় দফা দাবিতে শনিবার সকালে রাজধানী থেকে ঢাকা–চট্টগ্রাম লংমার্চ শুরু হয়। নারায়ণগঞ্জের শিমরাইলসহ বিভিন্ন স্থানে পথসভা শেষে লংমার্চটি কুমিল্লায় পৌঁছে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোডে পথসভা করে। পরে চট্টগ্রামের উদ্দেশে লংমার্চটি যাত্রা করে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরী আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। সভা পরিচালনা করেন কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি মো. মাহবুবর রহমান। এতে সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল ও কাউন্সিলর মোশাররফ হোসাইনও দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র: যুগান্তর।

যশোরে অ্যাম্বুলেন্সেই পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন হাজতি

নারী

যশোরের চুড়ামনকাটি এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক নারী হাজতি। পরে মা ও নবজাতককে ফুল ও উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারের হাজতি বৃষ্টি খাতুনকে (১৯) উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সটি যশোরের চুড়ামনকাটি এলাকায় পৌঁছালে তাঁর প্রসববেদনা শুরু হয় এবং সেখানেই তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

ঘটনার পরপরই যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ দ্রুত মা ও নবজাতকের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সার্বিক সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নবজাতকের জন্য জামাকাপড়, মশারি, বিছানাপত্র, তোয়ালে, ন্যাপকিন, ডায়াপার ও অলিভ অয়েলসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

নতুন অতিথির আগমন উপলক্ষে কারাগার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মা ও শিশুকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং উপস্থিত সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আবিদ আহমেদ জানান, বর্তমানে মা ও নবজাতক দুজনই সুস্থ রয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সার্বিক সহযোগিতার বিষয়টি কারাগার কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে তদারকি করছে।

কারাগারের কঠোর নিয়মের মধ্যেও মা ও নবজাতকের প্রতি কারা কর্তৃপক্ষের এমন সংবেদনশীল ও মানবিক আচরণ সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

সূত্র: ডিবিসি নিউজ।

জ্বালানির বিকল্প উৎস খুঁজছে বাংলাদেশ: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

দেশের জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার বিকল্প ও বহুমুখী জ্বালানি উৎস খুঁজছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ও বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

শামা ওবায়েদ বলেন, একটি নির্দিষ্ট উৎসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে যুদ্ধ বা বৈশ্বিক সংকটের সময় অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে। এ কারণে জ্বালানি খাতে বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জ্বালানি উৎস নিয়ে সরকার কাজ করছে। একই সঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এলএনজির নতুন উৎস এবং ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা নিয়েও কাজ চলছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভবনকে শতভাগ সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্থাপনায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এ খাতে চীন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রেও একাধিক উৎস নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে সরকার।

শামা ওবায়েদ বলেন, অর্থনৈতিক কূটনীতি বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সরকার কাজ করছে। বিনিয়োগকারীদের হয়রানি কমাতে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ ব্যবস্থার আদলে নতুন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ডিজিটাল সেবার

পরিধিও বাড়ানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে শুধু বন্যা, অবৈধ অভিবাসন বা বিভিন্ন সংকটের দেশ হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চায় না সরকার। বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে চায়।

আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে শামা ওবায়েদ বলেন, গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসার পর এই অধিবেশনে বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বদরবারে তুলে ধরার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, এবারের অধিবেশনে উন্নয়নের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি প্রতিরোধ, পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণসহ গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরবে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। তবে সরকার বিভিন্ন খাতে গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে এবং বাংলাদেশকে একটি আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চায়।

সূত্র: যুগান্তর।

গাজীপুরে কাভার্ডভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কাভার্ডভ্যান ও যাত্রীবোঝাই সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কালিয়াকৈর-ফুলবাড়ীয়া আঞ্চলিক সড়কের কাঞ্চনপুর মৃর্ধাবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কাঞ্চনপুর মৃর্ধাবাড়ী এলাকায় ফুলবাড়ীয়াগামী যাত্রীবোঝাই একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মালবোঝাই কাভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। আহত অপর দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, কাভার্ডভ্যান ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। আহত দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্র: যুগান্তর।

আসিফ মাহমুদের দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া গেছে

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় অভিযোগগুলো অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুদকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও বদলি, সরকারি কেনাকাটা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে সিন্ডিকেটের

মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। চার সদস্যের এ কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালাম। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে।

দুদকের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদ ছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব মো. মাসুম আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

দুদক সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে বিপুল অঙ্কের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। অভিযোগের মধ্যে সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বেআইনি সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে ঘুস গ্রহণ, অর্থপাচার এবং মানিলন্ডারিংয়ের মতো গুরুতর বিষয় রয়েছে।

এছাড়া বিদেশে অর্থপাচার এবং বেআইনি উপায়ে বিটকয়েন লেনদেনের অভিযোগও অনুসন্ধানের আওতায় আসে। একই সঙ্গে চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি এবং আঞ্চলিক প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা নেয়ার অভিযোগও দুদকে করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

অভিযোগের একটি অংশে বলা হয়, সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্রিকেট বোর্ডের কার্যক্রম ও গঠনপ্রক্রিয়ায় আসিফ মাহমুদ সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ ওঠে। দুদকের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগের বিভিন্ন দিক যাচাই করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এছাড়া আসিফ মাহমুদের সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোয়াজ্জেম হোসেনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সুবিধা নেওয়ার অভিযোগও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এপিএসের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুদক সূত্র বলছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, বদলি এবং কেনাকাটাকে কেন্দ্র করে একটি প্রভাবশালী চক্রের মাধ্যমে অনিয়মের

অভিযোগও অনুসন্ধান করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তবে দুদকের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা অভিযোগের প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সত্যতা পাওয়ার কথা জানানো হলেও এর ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে, সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

বাড়ল সয়াবিন তেলের দাম এলপিজির দাম কমল

বাংলাদেশের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) সেপ্টেম্বর মাসের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম নির্ধারণ করেছে। ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন খুচরামূল্য ১ হাজার ৫৯৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৫৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) নতুন এ দাম ঘোষণা করে সংস্থাটি।

এছাড়া সাড়ে ৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৭২৭ টাকা, সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৬৫২ টাকা, ১৫ কেজির দাম ১ হাজার ৯৮২ টাকা, ১৬ কেজির দাম ২ হাজার ১১৪ টাকা, ১৮ কেজির দাম ২ হাজার ৩৭৮ টাকা, ২০ কেজির দাম ২ হাজার ৬৪২ টাকা, ২২ কেজির দাম ২ হাজার ৯০৭ টাকা, ২৫ কেজির দাম ৩ হাজার ৩০৩ টাকা, ৩০ কেজির দাম ৩ হাজার ৯৬৪ টাকা, ৩৩ কেজির দাম ৪ হাজার ৩৬০ টাকা,৩৫ কেজির দাম ৪ হাজার ৬২৪ টাকা, ৪৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫ হাজার ৯৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, নতুন দাম আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে কার্যকর হবে। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন এ দাম বহাল থাকবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে এলপিজি ও অটোগ্যাসের নতুন দাম নির্ধারণ করে থাকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।

অপরদিকে, দেশের বাজারে আবারও বাড়ল সয়াবিন তেলের দাম। প্রতি লিটারে ৫ টাকা বাড়িয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম ২০৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পাম অয়েলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নতুন এ দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি, আমদানি ব্যয় এবং দেশের বাজারে ভোজ্যতেলের বিদ্যমান মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শেষে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে বাজারে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ২০৪ টাকায় বিক্রি হবে। এর আগে একই পরিমাণ তেলের দাম ছিল ১৯৯ টাকা।

অর্থাৎ, প্রতি লিটার সয়াবিন তেল কিনতে ভোক্তাদের আগের তুলনায় ৫ টাকা বেশি খরচ করতে হবে। অন্যদিকে পাম অয়েলের দামে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

এর আগে চলতি বছরের ২৬ এপ্রিল দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল। তখন প্রতি লিটারে ৪ টাকা বাড়িয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার আগে এই তেলের দাম ছিল ১৯৫ টাকা।

ফলে কয়েক মাসের ব্যবধানে আবারও বাড়ল সয়াবিন তেলের দাম।

ভাঙ্গায় মহাসড়কে প্রাণহানি বাড়ছেই, ৮ মাসে নিহত ৫২

রাজধানী ঢাকার সঙ্গে পদ্মাসেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রবেশদ্বার ফরিদপুরের ভাঙ্গা। এখানে গত ৮ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায়

অন্তত ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩ শতাধিক মানুষ। আর গত এক সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৮ জন।

দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে স্থানীয়রা বলছেন, এক্সপ্রেসওয়ে ও মহাসড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতি, বিভিন্ন স্থানে সরু সেতু বা কালভার্ট, থ্রি-হুইলার ও মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহনের আধিক্য, ট্রাফিক আইন অমান্য এবং হাইওয়ে পুলিশের নজরদারির ঘাটতির কথা। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য ঢাকা থেকে ভাঙ্গা হয়ে বরিশাল ও খুলনা অভিমুখী মহাসড়কগুলো যেন ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

এদিকে হাইওয়ে পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনা রোধ এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে তারা কাজ করছে।

স্থানীয়রা জানান, রাজধানী থেকে পদ্মাসেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার হাজার হাজার ছোট-বড় যানবাহন প্রতিদিন এ পথে চলাচল করছে। এ মহাসড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা যতটা সুগম হয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা। তাদের মতে, সড়ক ভালো হওয়ায় যানবাহনের অতিরিক্ত গতি, কিশোর-তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, মহাসড়কে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বেপরোয়া চলাচল এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৫ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, মার্চে ৫ জন, এপ্রিলে ৪ জন, মে মাসে ৯ জন, জুনে ৮ জন, জুলাইয়ে ৬ জন এবং আগস্টে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আগস্ট মাসে। এ নিয়ে গত ৮ মাসে এ মহাসড়কে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩০০ জনের বেশি মানুষ। এ ছাড়া গত এক সপ্তাহে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৮ যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

এ মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী রফিক মোল্লা বলেন, মহাসড়কে ট্রাফিক আইন অমান্য করে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো এবং উঠতি বয়সী কিশোর-তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে।

বাসচালক সুমন শেখ বলেন, বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কসহ বিভিন্ন সড়ক প্রশস্ত হলেও ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার বাবনাতলা এলাকার সেতুসহ চারটি সেতু এখনো প্রশস্ত করা হয়নি। তাই এসব সরু সেতুতে ওঠার সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ ছাড়া মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহনের চাপ বেশি থাকায় এটিও দুর্ঘটনার

অন্যতম কারণ।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, সম্প্রতি বেপরোয়া গতির কারণে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেড়েছে। উঠতি বয়সি কিশোর ও তরুণরা হেলমেট ছাড়া বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে।

এ বিষয়ে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) রেজওয়ান দিপু বলেন, দুর্ঘটনা রোধ ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

মেঘনা পেট্রোলিয়ামে ১৫ পদে চাকরি, বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৭,৫১০ টাকা

মেঘনা পেট্রোলিয়াম পিএলসিতে ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
১. সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা

২. সিনিয়র এইচআর অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা।

৩. অপারেশন্স অফিসার

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

৪. অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

৫. অফিসার (কনফিডেনশিয়াল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীগণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র পূরণ ও জমাদানের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকাল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

চট্টগ্রামের অটোরিকশার গ্যারেজে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি, বিক্রি করেন রাজমিস্ত্রি ও চালক

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দেশে তৈরি হওয়া ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২০টি গুলি এবং অস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জামসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন জামাল হোসেন ও কবির আহমদ। দুজনেরই বাড়ি হাটহাজারী উপজেলায়। জামাল পেশায় রাজমিস্ত্রি এবং কবির অটোরিকশাচালক হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তবে দুজন আড়ালে অস্ত্র বিক্রি করে আসছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র-গুলি হাটহাজারীর সরকারহাটের একটি অটোরিকশার গ্যারেজে তৈরি হতো বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে জানিয়েছেন জামাল ও কবির। গ্যারেজের আড়ালে ওসমান নামে গ্যারেজের এক কর্মী এসব অস্ত্র তৈরি করেন। এরপর বিক্রির জন্য অস্ত্রগুলো জামাল ও কবিরকে দেন ওসমান।

গ্যারেজের মালিক দেশের বাইরে থাকায় ওসমানই দীর্ঘদিন ধরে গ্যারেজেটি পরিচালনা করে আসছেন এবং আড়ালে অস্ত্র তৈরি করে আসছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওসমানকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী

মো. তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘অস্ত্রের ক্রেতা সেজে জামাল ও কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁরা ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় অস্ত্র বিক্রির কথা জানান। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে।’

পুলিশ কর্মকর্তা কাজী মো. তারেক আজিজ আরও বলেন, ‘জামাল রাজমিস্ত্রি এবং কবির অটোরিকশার চালক পরিচয় ব্যবহার করে অস্ত্র বিক্রি করতেন, যাতে তাঁদের কেউ সন্দেহ না করে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় অস্ত্র আইনে থানায় মামলা হয়েছে।’

সৌদিতে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম বাংলাদেশের জাকারিয়া

সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ৪৬তম কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক কুরআন হিফজ, তিলাওয়াত ও তাফসির প্রতিযোগিতায় অনন্য সাফল্য পেয়েছেন বাংলাদেশের হাফেজ নুরুদ্দিন জাকারিয়া। বিশ্বের ১৩৩টি দেশের শত শত প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রতিযোগিতার চতুর্থ শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি। খবর এসপিএ’র।

হাফেজ নুরুদ্দিন জাকারিয়া রাজধানীর আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি চতুর্থ শাখায় অংশ নেন। এ শাখায় প্রতিযোগীদের টানা ১৫ পারা পবিত্র কুরআন হিফজের পাশাপাশি শুদ্ধ তিলাওয়াত ও তাজবিদের দক্ষতা যাচাই করা হয়।

সবগুলো ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন বাংলাদেশের এই কুরআনের হাফেজ। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বিশ্বের ১৩৩টি দেশের ৩৩৪ জন প্রতিযোগী।

পাঁচটি পৃথক শাখায় আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় সৌদি আরবের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিচারকরা প্রতিযোগীদের কুরআন হিফজ, তিলাওয়াত, তাজবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা মূল্যায়ন করেন।

বিভিন্ন শাখায় মোট ৫০ জন প্রতিযোগীকে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কৃত করা হবে।

সৌদি আরবের ইসলাম বিষয়ক, দাওয়াহ ও দিকনির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এবারের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কারমূল্য এক কোটি ২৬ লাখ সৌদি রিয়াল।

সূত্র: যুগান্তর।